যুগান্তর

তারিখ 24 OCT 2008
পৃঃ ১৬ কলাম ৪

বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুদান দেবে সরকার

যুগান্তর রিপোর্ট

বিশ্বব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সরকার দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুদান দেবে। এ জন্য বৃহস্পতিবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) ৬৮১ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এছাড়াও একনেকে আরও ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। অনুমোদিত ১১টি প্রকল্পে ব্যয় হবে ৪ হাজার ৫৪৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে দাতা সংস্থা ও দেশ থেকে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে পাওয়া যাবে ৩ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা। বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে একনেক সভায় এসব প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। বৈঠকে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যবৃন্দ, সচিববৃন্দ এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় দেশের ৩০টি পাবলিক ও ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক মান উন্নয়নের জন্য ৬৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'হায়ার এডুকেশন কোয়ালিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (এইচইকিউইপি) অনুমোদন করা হয়েছে। প্রকল্পের ৮৮ শতাংশ অর্থ বা ৫৯৮ কোটি টাকা বিশ্বব্যাংক ঋণ হিসেবে দেবে। ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনুকূলে ৩৫০ কোটি টাকার 'একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ড' বা এআইএফ গঠন করা হয়েছে। সরকার : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩

সরকার : অনুদান

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

তার মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ অর্থ বা ৭০ কোটি টাকা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুদান হিসেবে দেয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

সূত্র জানায়, এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের আপত্তি ছিল। ওই বিভাগ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে দেয়ার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু বিশ্বব্যাংকের চাপে ওই বিভাগের আপত্তি ধোপে টেকেনি। সরকার অনুদান দিতে বাধ্য হয়। এমন অবস্থায় লাভজনক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুদান দেয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তারা। তাদের কথা হচ্ছে, যেখানে অর্থের অভাবে দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ধুঁকছে সেখানে ঋণের টাকা থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুদান দেয়া এক ধরনের অনিয়মই বটে।

একনেকে অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে— ৭৫২ কোটি টাকা ব্যয়ের ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রজেক্ট, ৪৬০ কোটি টাকার স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ৩৮ কোটি টাকার নির্বাচিত মাদ্রাসায় দাখিল (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন প্রকল্প, ৬৪৫ কোটি টাকার নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতকরণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, ১ হাজার ১৬০ কোটি টাকার ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প, ১৬৬ কোটি টাকার আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২ (বিশেষ সংশোধিত), ২৮৪ কোটি টাকার বরেন্দ্র সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত), ১৬৪ কোটি টাকার অ্যাপ্রাইজাল অব গ্যাস ফিল্ডস (সংশোধিত) প্রকল্প এবং ১৩০ কোটি টাকার চট্টগ্রাম বন্দর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।